

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

222113 - যবে ব্যক্ত ইচ্ছাকৃতভাবে দাঁতরে ফাঁকে আটকে থাকা খাবার কথ্বা ওয়ু করাকালে কুলরি কছি পানি গলি ফলে তার রোযা ভঙ্গে যায়

প্রশ্ন

আমি শুচবিয়ু (OCD) তে আক্রান্ত। রমযান মাসে আমি যখন ওজু করতাম তখন বেশি বেশি থুথু ফলেতাম, এই ভয়ে না জানি গলার ভতেরে পানি চলে যায়। একবার আমি স্নায়ুর উপর নয়িন্ত্রণ হারয়ি ফলে ইচ্ছা করে পানি খিয়ে ফলেছে। এখন আমি এ গুনার কাফফারা বা প্রতকারি কভাবে করতে পারি?

একবার রমযানে আমি ঘুময়ি ছলিাম। আমার মা বাদাম শূকাতনে। সে বাদামগুলো তিনি আমার পাশে রেখেছিলি। আমি অনুভব করলাম যবে, আমার মুখে কছি একটা আছ; আমি জানিনি, সটো খাদ্যরে অবশষ্টিটাংশ; নাকি বাদাম। আমি উঠে গয়ি কুলি করব এই অলসতা থকে গলি ফলেছে। এখন আমার কি করণীয়?

অপর এক রমযানে আমার মুখে ভতেরে কছি ওয়ুর পানি রয়ি গয়িছিলি। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে সে পানি গলি ফলেছে।

সর্বশেষে প্রশ্ন হচ্ছ- যবে ব্যক্তি উঠে গয়ি কুলি করার অলসতা থকে বমি গলি ফলেছে তার ব্যাপারে হুকুম কি?

আমি এখন স্তন্যদায়ী। আমি আল্লাহর কাছ তওবা করছি। আমি কভাবে আমার পাপরে কাফফারা বা প্রতকারি করতে পারি?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

আপনার উপর ফরয হচ্ছ-

যবে দিনিগুলোর রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করছেন সেগুলোর কাযা পালন করা; সটো মুখে থাকা পানি গলি ফলের মাধ্যমে হোক, যবে পানি থুর পানি নয়; কারণ থুর পানি গলি ফলেলে রোযা ভাঙ্গবে না কথ্বা মুখে থাকা খাদ্যরে অবশষ্টিটাংশ গলি ফলের মাধ্যমে হোক কথ্বা মুখে চলে আসা বমি গলি ফলের মাধ্যমে হোক। আপনি এমন দিনিগুলোর সংখ্যা নির্ধারণ করবনে এবং সে দিনিগুলোর কাযা রোযা পালন করবনে। পাশাপাশি স্বচেছায় আপনি যা করছেন সটোর জন্য আল্লাহ তাআলার কাছ তওবা করবনে।

এ রোযাগুলোর কাযা পালন করা দুধ পান করানোর ময়োদ শেষে হওয়ার পর ফরয হবে। কারণ স্তন্যদায়ী নারীর জন্য রোযা রাখাটা কষ্টকর হলে কথ্বা এতে নজিরে স্বাস্থ্যহানরি আশংকা হলে কথ্বা সন্তানরে স্বাস্থ্যহানরি আশংকা হলে দুধ পান

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

করানোর ময়োদরে মধ্যযে কাযা রোযা পালন করা তার উপর ফরয নয়।

আর আপনকিঠনি শুচবায়ু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া এবং স্নায়ুবকি চাপে থাকা: আমরা আশা করছি এক্ষত্রে আপনার কোন দোষ নহে। তবে, ওয়াসওয়াসা বা শুচবায়ু রোধ করার চেষ্টা করা আবশ্যকীয় এবং এটার প্রতিভ্রুক্শপে না করা। কারণ শুচবায়ুর চকিৎসার সবচেয়ে উত্তম উপায় হচ্ছে- এটাকে গুরুত্ব না দয়ো ও এর প্রতিভ্রুক্শপে না করা এবং এর চাহদিমাফকি কছি না করা।

শুচবায়ুর চকিৎসার ব্যাপারে জানতে দেখুন: 111929 নং ও 60303 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আপনি বলছেন: “একবার আমিস্নায়ুর উপর নয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফলে ইচ্ছা করে পানি খিয়ে ফলেছি”।

আপনি যদি এর দ্বারা বুঝতে চান যে, আপনার মুখে কুলরি যে পানি রিয়েছে সেটো বা সেটোর কছি অংশ গলি ফলেছেন: তাহলে আপনার রোযা ভেঙে গেছে। এক্ষত্রে আপনার উপর ফরয হল- তওবা করা এবং সে দিনে রোযার কাযা পালন করা।

আর আপনি যদি এর দ্বারা বুঝতে চান যে, কুলি করার পর মুখে পানি বাহরিয়ে ফলে দিয়ে থুথু গলি ফলেছেন: তাহলে আপনার উপর কোন কছি আবশ্যক নয়। বুজাইরমি (রহঃ) তার ‘হাশিয়াতে’ (২/৩৭৮) বলেন: “গড়গড়া কুলি করার পর থুথু ফলে দয়ো সম্ভব হওয়া সত্ববে গলি ফলেলে কোন অসুবিধা নহে। যহেতে এর থেকে বঁচে থাকা কঠনি।”[সমাপ্ত]

অনুরূপভাবে আপনি বলছেন: “আমার মুখে ভেতরে ওয়ুর কছি পানি রিয়ে গিয়েছিলি”:

যদি এই পানিটি কুলরি পানি হয় তাহলে আপনার রোযা ভেঙে গেছে। আপনাকে এর কাযা পালন করতে হবে।

আর যদি কুলি করার পর ও মুখ থেকে পানি ফলে দেয়ার পর মুখে যে আর্দ্রতা থাকে সেটো হয়ে থাকে: তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী আপনার উপর কোন কছি আবশ্যক নয়।

তনি:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যদি কিউে তার দাঁতেরে মাঝে আটকে থাকা খাবার ইচ্ছাকৃতভাবে গলি়ে ফলে়ে; যা সবে বেরে করে ফলেততে সক্ষম, তাহলে এর দ্বারা তার রোযা ভঙেগে যাবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে গলি়ে ফলে়ে; যমেন থুথুর সাথে গলার ভেতরে চলে গেলে, এটাকে ফরীতে পারল না; তাহলে তার রোযা সহি। তার উপর কোনে কিছু আবশ্যক নয়।

দখেুন: [78438](#) নং প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্নকারী বনেরে কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে মুখে থাকা খাবার গলি়ে ফলেছেন এবং উঠে গিয়ে মুখ পরিস্কার করতে অলসতা করেছেন। যদি সটো রাতেরে বলেয় ঘটে থাকে তাহলে তার উপর কোনে কিছু আবশ্যক হবে না। আর যদি ফজর হওয়ার পর ঘটে থাকে তাহলে তাকে আল্লাহর কাছে তওবা করার পাশাপাশি সবে দিনেরে রোযা কাযা পালন করতে হবে।

চার:

যে ব্যক্তরি অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি চলে এসছে; তার উপর কোনে কিছু আবশ্যক নয়, তার রোযা সহি। আর যে ব্যক্তরি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করেছে তাকে রোযাটি কাযা পালন করতে হবে।

দখেুন: [95296](#) নং প্রশ্নোত্তর।

যে ব্যক্তরি অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি আসার পর তিনি বমি গলি়ে ফলেছেন; যদি তিনি সটো অনিচ্ছাকৃতভাবে করে থাকেন তাহলে তার উপর কোনে কিছু আবশ্যক হবে না। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে গলি়ে ফলেলে তাহলে তার রোযা নষ্ট হয়ে গেলে এবং তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যক। স্থায়ী কমটিরি আলমেগণ বলেন: যদি কিউে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তাহলে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি বমি এসে যায় তাহলে তার রোযা নষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি গলি়ে ফলেলেও রোযা নষ্ট হবে না। [ফাতাওয়াল লাজনা দায়িমি (১০/২৫৪)]

আরও জানতে দেখুন: [115155](#) নং প্রশ্নোত্তর।